দ্বিতীয় সংস্করণ

গ্রাম আদালত আইন ও বিধিমালা

[সর্বশেষ সংশোধনী, সুপ্রীম কোর্টের নজীর ও নমুনা আদেশনামাসহ]

বিচারপতি মোঃ আজিজুল হক

ইউনিভার্সেল বুক হাউস

সূচিপত্র

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬

১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ	১৭
২।	সংজ্ঞা	১৮
৩।	গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা	২২
৪।	গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন	২৮
৫।	গ্রাম আদালত গঠন, ইত্যাদি	২৯
৬।	গ্রাম আদালতের এখতিয়ার, ইত্যাদি	৩১
৬ক।	মামলা দায়েরের সময়সীমা	৩২
৬খ।	প্রাক বিচার	৩৩
৬গ।	মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা	৩৪
৭।	গ্রাম আদালতের ক্ষমতা	৩৫
৮।	গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ও আপিল	৩৬
৯।	গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ	৪০
৯ক।	মিথ্যা মামলা দায়েরের জরিমানা	৪১
১০।	সাক্ষীকে সমন দেওয়া, ইত্যাদির ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের ক্ষমতা	৪২
১১।	গ্রাম আদালতের অবমাননা	৪৪
১২।	জরিমানা আদায়	৪৫
১৩।	পদ্ধতি	৪৬
১৪।	আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ	৪৭
১৫।	সরকারী কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব	৪৭
১৬।	কতিপয় মামলার হস্তান্তর	৪৮
১৭।	পুলিশ কর্তৃক তদন্ত	৫০
১৮।	বিচারাধীন মামলাসমূহ	৫০
১৯।	অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা	৫১
২০।	বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা	৫১
২১।	রহিতকরণ ও হেফাজত	৫১
	তফসিল : প্রথম অংশ : ফৌজদারী মামলাসমূহ	৫২
	দ্বিতীয় অংশ : দেওয়ানী মামলাসমূহ	৫৩

পরিশিষ্ট-ক

গ্রাম আদালতে বিচার্য দণ্ডবিধির ধারাসমূহ, কিছু অভিব্যক্তি ও সংজ্ঞার বঙ্গানুবাদ (সরকার কর্তৃক অনূদিত না)

ধারা-২৪।	অসাধুভাবে --	৫৫
ধারা-২৫।	প্রতারণামূলকভাবে--	৫৫
ধারা-৩৯।	স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া --	৫৫
ধারা-৩১৯।	আঘাত--	৫৬
ধারা-৩২১।	ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করা ----------------------------------	৫৬
ধারা-৩২৩।	স্বেচ্ছায় আঘাত করার শাস্তি----------------------------------	৫৬
ধারা-৩৩৪।	প্ররোচনার ফলে স্বেচ্ছায় আঘাত করা ------------------------	৫৭
ধারা-৪২৫।	অনিষ্ট বা অপকার --	৫৭
ধারা-৪২৬।	ক্ষতি করার শাস্তি। --	৫৮
ধারা-৪৪৭।	অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশের শাস্তি------------------------	৫৯
ধারা-১৪১।	বেআইনী সমাবেশ--	৫৯
ধারা-১৪৩।	শাস্তি--	৬০
ধারা-১৪৭।	দাঙ্গার শাস্তি --	৬০
ধারা-১৫৯।	মারামারি--	৬০
ধারা-১৬০।	মারামারির শাস্তি--	৬১
ধারা-৩৩৯।	অন্যায় বাধা --	৬১
ধারা-৩৪০।	অন্যায় আটক--	৬১
ধারা-৩৪১।	অন্যায় বাধাগ্রস্তের শাস্তি ------------------------------------	৬২
ধারা-৩৪২।	অন্যায় আটকের শাস্তি--	৬২
ধারা-৩৫০।	অপরাধজনক বলপ্রয়োগ------------------------------------	৬৩
ধারা-৩৫১।	আক্রমণ --	৬৫
ধারা-৩৫২।	মারাত্মক প্ররোচনা ব্যতীত আক্রমন বা অপরাধজনক বলপ্রয়োগের শাস্তি --	৬৬
ধারা-৩৫৮।	মারাত্মক প্ররোচনার জন্য আক্রমন বা অপরাধজনক বলপ্রয়োগ--	৬৭
ধারা-৫০৩।	অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন --------------------------------	৬৭
ধারা-৫০৪।	শান্তিভঙ্গ করিতে প্ররোচিত করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক অপমান-	৬৮

ধারা-৫০৬।	(প্রথম অংশ) অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শনের শাস্তি ------------	৬৮
ধারা-৫০৮।	কোনো ব্যক্তি বিধাতার বিরাগভাজন হইয়া কোনো বস্তু প্রাপ্ত হইবেন মর্মে তাহার বিশ্বাস জন্মাইয়া কোনো কাজ করা ------	৬৯
ধারা-৫০৯।	কোন নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গি বা কাজ করা	৭০
ধারা-৫১০।	মাতাল ব্যক্তির প্রকাশ্যে অসদাচরণ------------------------	৭১
ধারা-৩৭৮।	চুরি ---	৭১
ধারা-৩৭৯।	চুরির শাস্তি---	৭৪
ধারা-৩৮০।	বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরি ---------------------------------	৭৫
ধারা-৩৮১।	কেরানি বা ভৃত্য কর্তৃক প্রভুর দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরি ----------	৭৫
ধারা-৪০৩।	সম্পত্তির অসাধু আত্মসাৎ --------------------------------	৭৬
ধারা-৪০৫।	অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ -------------------------------	৭৮
ধারা-৪০৬।	অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি ------------------------	৭৯
ধারা-৪১৫।	প্রতারণা --	৮০
ধারা-৪১৭।	প্রতারণার শাস্তি---	৮২
ধারা-৪২০।	প্রতারণা ও অসাধুভাবে সম্পত্তি অর্পন করিতে প্রবৃত্ত করা -----	৮২
ধারা-৪২৭।	পঞ্চাশ টাকা পরিমাণ ক্ষতি করিয়া অনিষ্টসাধন--------------	৮৩
ধারা-৪২৮।	দশ টাকা মূল্যের পশু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্টসাধন---	৮৪
ধারা-৪২৯।	যে কোনো মূল্যের গবাদি পশু ইত্যাদি বা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের পশু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্টসাধন -----------------	৮৪

পরিশিষ্ট-খ

শপথ আইন, ১৮৭৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমুহ

ধারা-৮।	নির্দিষ্ট শপথ গ্রহণে আদালতের ক্ষমতা -------------------	৮৭
ধারা-৯।	কোনো পক্ষ বা সাক্ষী প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত শপথ গ্রহণ করিবেন কিনা আদালত তাহাকে উহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে ---------	৮৭
ধারা-১০।	সম্মত হইলে শপথ গ্রহণ পরিচালনা--------------------------	৮৮
ধারা-১১।	শপথ গ্রহণে আবদ্ধ হইবার প্রস্তাবকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য চূড়ান্ত হইবে --	৮৮

গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশ আইন, ১৮৭১ এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ

ধারা-২৪।	গবাদিপশু আটকে জোরপূর্বক বাধা বা উদ্ধার করার জন্য দণ্ড-	৮৯
ধারা-২৬।	শুকর দ্বারা বা শস্য অথবা সর্বসাধাণের রাস্তা নষ্ট করার জন্য দণ্ড	৮৯
ধারা-২৭।	খোঁয়াড় রক্ষক কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হইলে দণ্ড --------------	৯০

গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬

১।	শিরোনাম --	৯১
২।	সংজ্ঞা --	৯১
৩।	আবেদনপত্র দাখিল --	৯২
৪।	আবেদনপত্র পরীক্ষা --	৯৩
৫।	আবেদনপত্র গ্রহণ --	৯৩
৬।	রিভিশন --	৯৪
৭।	রিভিশন আবেদন নিষ্পত্তি --	৯৪
৮।	সমন জারী, ইত্যাদি--	৯৪
৯।	গ্রাম আদালতে প্রতিনিধি মনোনয়ন --	৯৫
১০।	গ্রাম আদালত গঠন--	৯৫
১১।	লিখিত আপত্তি--	৯৭
১২।	গ্রাম আদালতের অধিবেশন--	৯৭
১৩।	প্রাক বিচার--	৯৭
১৪।	শুনানী মুলতবী--	৯৮
১৫।	সাক্ষীর প্রতি সমন ও সাক্ষ্য গ্রহণ --	৯৮
১৬।	স্থানীয় পরিদর্শন--	৯৯
১৭।	আবেদনকারীর অনুপস্থিতিতে আবেদন খারিজ, ইত্যাদি ------------	৯৯
১৮।	প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতে মামলা নিষ্পত্তি, ইত্যাদি ------------------	১০০
১৯।	গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত--	১০০
২০।	ডিক্রী রেজিস্টার, ইত্যাদি--	১০১

২১। আপীলের আবেদন ---------- ১০১
২২। ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান ---------- ১০১
২৩। নথিপত্র দেখা ---------- ১০২
২৪। নকল সরবরাহ ---------- ১০২
২৫। রসিদ প্রদান, ইত্যাদি ---------- ১০২
২৬। ইউনিয়ন পরিষদ ডাক রেজিস্টার ---------- ১০২
২৭। অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির প্রতিবেদন ---------- ১০৩
২৮। রেজিস্টারের বিষয়সমূহের ক্রমিক নং ---------- ১০৩
২৯। রেজিস্টার ও নথিপত্র সংরক্ষণ ---------- ১০৩
৩০। গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান অপসারণ, ইত্যাদি ---------- ১০৪
৩১। দাবী বা বিবাদ স্বীকার ---------- ১০৪
৩২। সিদ্ধান্ত পুনর্বিচারের জন্য ফেরত পাঠানো ---------- ১০৪
৩৩। বিচারাধীন মামলা উচ্চ আদালত হইতে গ্রাম আদালতে প্রেরণ ---------- ১০৫
৩৪। জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের পদ্ধতি ---------- ১০৫
৩৫। মিথ্যা মামলা দায়েরের জরিমানা ---------- ১০৬
৩৬। ফৌজদারী আদালতে মামলা প্রেরণ ---------- ১০৭
৩৭। গ্রাম আদালতের ফরম ও ফরমেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশনা ---------- ১০৭
৩৮। গ্রাম আদালতের সীলমোহর, ইত্যাদি ---------- ১০৭
ফরম (১-২১) ---------- ১০৮

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) গ্রাম পুলিশ বাহিনীর গঠন, প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও চাকুরির শর্তাবলী সম্পর্কিত বিধিমালা, ২০১৫

১। শিরোনাম ---------- ১৩১
২। সংজ্ঞা ---------- ১৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিয়োগ, পদোন্নতি, অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি

৩। নিয়োগ পদ্ধতি ---------- ১৩২
৪। সরাসরি নিয়োগ ---------- ১৩৩
৫। পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ ---------- ১৩৩

৬। শারীরিক যোগ্যতা -- ১৩৩
৭। নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, ইত্যাদি -- ১৩৩
৮। বাছাই কমিটি --- ১৩৪
৯। পদোন্নতি কমিটি -- ১৩৫
১০। চাকুরিতে প্রবেশের কোটা পদ্ধতি ------------------------------------- ১৩৫
১১। চাকুরি বৃত্তান্ত --- ১৩৫
১২। বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন --- ১৩৫
১৩। অবসর গ্রহণ -- ১৩৬
১৪। আত্মীকরণ -- ১৩৬

তৃতীয় অধ্যায়

প্রশিক্ষণ

১৫। গ্রাম পুলিশ বাহিনীর প্রশিক্ষণ --- ১৩৬

চতুর্থ অধ্যায়

বেতন-ভাতা, পুরস্কার, পদক, ইত্যাদি

১৬। গ্রাম পুলিশ বাহিনীর বেতন ও উহা প্রেরণ পদ্ধতি -------------------------- ১৩৭
১৭। গ্রাম পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন ভাতা ও সুবিধাদি ----------------------------- ১৩৮
১৮। গ্রাম পুলিশ বাহিনীর পোশাক-সরঞ্জামাদি, ইত্যাদি --------------------------- ১৩৮
১৯। ব্যয় নির্বাহ -- ১৩৮
২০। পুরস্কার, পদক, সার্টিফিকেট, ইত্যাদি -------------------------------------- ১৩৮

পঞ্চম অধ্যায়

গ্রাম পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

২১। গ্রাম পুলিশ বাহিনীর ক্ষমতা ও কর্তব্য ---------------------------------- ১৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত কারণে গৃহীত ব্যবস্থা, ইত্যাদি

২২। গ্রাম পুলিশ বাহিনীর আচরণ ও শৃঙ্খলা ----------------------------------- ১৪৩
২৩। দফাদার ও মহল্লাদারের শৃঙ্খলা ভঙ্গ, ইত্যাদি ------------------------------ ১৪৪
২৪। দণ্ডের ভিত্তি -- ১৪৫
২৫। দণ্ডসমূহ -- ১৪৬
২৬। লঘু দণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি -- ১৪৬
২৭। গুরুদণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি -- ১৪৮
২৮। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি ---------------------------- ১৫০

২৯। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় কার্য পদ্ধতি -------------------- ১৫১
৩০। সাময়িক বরখাস্ত -- ১৫২
৩১। ফৌজদারী মামলা, ইত্যাদিতে অভিযুক্ত দফাদার ও মহল্লাদার ------- ১৫৩
৩২। পুনর্বহাল -- ১৫৩
৩৩। আদেশের বিরুদ্ধে আপীল -- ১৫৩
৩৪। আপীল দায়ের পদ্ধতি, ইত্যাদি -- ১৫৪
৩৫। আপীলের সময়সীমা -- ১৫৪
৩৬। অসুবিধা দূরীকরণ -- ১৫৪
৩৭। রহিতকরণ ও হেফাজত -- ১৫৫
তফসিল-১ -- ১৫৬
তফসিল-২ -- ১৫৭
তফসিল-৩ -- ১৫৮
তফসিল-৪ -- ১৫৯
তফসিল-৫ -- ১৬০
তফসিল-৬ -- ১৬১

মামলার আদেশনামার নমুনা

আদেশনামা-১ -- ১৬৩
আদেশনামা-২ -- ১৬৮

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬

(২০০৬ সনের ১৯ নং আইন)

[৯ মে ২০০৬]

দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের এখতিয়ারাধীন এলাকায় কতিপয় বিরোধ ও বিবাদের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালত গঠনকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের এখতিয়ারাধীন এলাকায় কতিপয় বিরোধ ও বিবাদের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালত গঠন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।— (১) এই আইন গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) ইহা কেবলমাত্র ইউনিয়নের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় প্রযোজ্য হইবে।

পর্যালোচনা

এই ধারায় আইনটির নাম, ইহার কার্যকর হওয়ার সময় ও প্রয়োগ এলাকা সম্পর্কে বলা হইয়াছে। যেহেতু আইনটি কোন তারিখ হইতে কার্যকর হইবে উহা নির্দিষ্ট না করিয়া অবিলম্বে কার্যকর হওয়ার কথা বলা হইয়াছে, সেইহেতু জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট, ১৮৯৭ এর ধারা ৫(১)(খ) এর বিধান অনুসারে সরকারি গেজেটে আইনটি প্রকাশিত হওয়ার তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। আইনটি ৯ মে, ২০০৬ তারিখে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে বিধায় উক্ত তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইয়াছে।

আইনটি কেবলমাত্র ইউনিয়নের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় প্রযোজ্য। অর্থাৎ আইনটি ইউনিয়নের বহির্ভূত শহর, নগর এলাকায় প্রযোজ্য হইবে না।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

(ক) ‘‘আমলযোগ্য অপরাধ” অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে সংজ্ঞায়িত Cognizable Offence;

[১][(খ) ‘‘ইউনিয়ন” অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৫) এ সংজ্ঞায়িত ইউনিয়ন;]

[২][(গ) ‘‘ইউনিয়ন পরিষদ” অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত ইউনিয়ন পরিষদ;]

(ঘ) ‘‘এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ” অর্থ যে সহকারী জজের এখতিয়ারভুক্ত সীমানার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নটি অবস্থিত সেই সহকারী জজ এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ এখতিয়ারসম্পন্ন একাধিক সহকারী জজ রহিয়াছেন সেইক্ষেত্রে অনুরূপ কনিষ্ঠতম সহকারী জজ;

(ঙ) ‘‘গ্রাম আদালত” অর্থ ধারা ৫ এর অধীন গঠিত গ্রাম আদালত;

(চ) ‘‘চেয়ারম্যান” অর্থ গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান;

(ছ) ‘‘তফসিল” অর্থ এই আইনের তফসিল;

(জ) ‘‘দণ্ডবিধি” অর্থ Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860);

(ঝ) ‘‘দেওয়ানী কার্যবিধি” অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908);

(ঞ) ‘‘নির্ধারিত” অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

---

১ দফা (খ) গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৬ নং আইন) এর ২(ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

২ দফা (গ) গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৬ নং আইন) এর ২(খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(ট) "পক্ষ" অর্থে এমন কোন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহার উপস্থিতি কোন বিবাদের সঠিক মীমাংসার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং গ্রাম আদালত যাহাকে অনুরূপ বিবাদের একটি পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত করে;

(ঠ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Proecedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(ড) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঢ) "সিদ্ধান্ত" অর্থ গ্রাম আদালতের কোন সিদ্ধান্ত।

পর্যালোচনা

গ্রাম এলাকার সাধারণ মানুষের স্থানীয়ভাবে বিচার প্রাপ্তির বিষয় বিবেচনায় লইয়া স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ১৯৭৬ সালে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ প্রণীত হয়। পরবর্তীতে ২০০৬ সালের ০৯ মে ১৯ নং আইনের মাধ্যমে প্রণীত হয় গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬। এই আইনের মূল বক্তব্য হইল স্থানীয়ভাবে স্বল্প সময়ে বিরোধ নিষ্পিত্তি। নিজেদের মনোনীত প্রতিনিধিদের সহায়তায় গ্রাম আদালত গঠন করতে বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করা। ইহাতে সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। আবার আর্থিক ব্যয় ও হয়রানি এড়ানো সম্ভব হয়। ফলে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে জনগণ উপকৃত হইতেছেন ও হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

গ্রামের কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিরোধ স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর অধীন যে আদালত গঠিত হয়, তাহাকেই গ্রাম আদালত বলে। গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর অধীন গ্রাম আদালত গঠিত হয়।

যথাসম্ভব দ্রুত, অল্প খরচে, ছোট ছোট বিরোধ স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করাই হইল গ্রাম আদালতের উদ্দেশ্য।

৩। গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা।– (১) ফৌজদারী কার্যবিধি এবং দেওয়ানী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত ফৌজদারী মামলা এবং দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত দেওয়ানী মামলা, অতঃপর ভিন্ন রকম বিধান না থাকিলে, গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে এবং কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতের অনুরূপ কোন মামলা বা মোকদ্দমার বিচার করিবার এখতিয়ার থাকিবে না।

(২) [৩][গ্রাম আদালতে তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত কোন ফৌজদারী মামলা বিচার্য হইবে না যদি উক্ত মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্বে কোন সময়ে গ্রাম আদালত বা আমলযোগ্য অপরাধে অন্য কোন আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন], অথবা তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন মামলাও গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে না, যদি–

(ক) উক্ত মামলায় কোন নাবালকের স্বার্থ জড়িত থাকে;

(খ) বিবাদের পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত কোন চুক্তিতে সালিশের বা বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান থাকে;

(গ) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কর্তব্য পালনরত কোন সরকারি কর্মচারী উক্ত বিবাদের কোন পক্ষ হয়।

(৩) যে স্থাবর সম্পত্তির দখল অর্পন করিবার জন্য গ্রাম আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, ঐ স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বা উহার দখল পুনরুদ্ধারের জন্য কোন মোকদ্দমা বা কার্যধারার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

---

৩ "গ্রাম আদালতে তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত কোন ফৌজদারী মামলা বিচার্য হইবে না যদি উক্ত মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্বে কোন সময়ে গ্রাম আদালত বা আমলযোগ্য অপরাধে অন্য কোন আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন" শব্দগুলি "গ্রাম আদালত কর্তৃক তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত কোন অপরাধের সহিত সম্পর্কিত কোন মামলা বিচার্য হইবে না যদি উক্ত মামলায় আমলযোগ্য কোন অপরাধের দায়ে কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইয়া ইতোপূর্বে গ্রাম আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন" শব্দগুলির পরিবর্তে গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৬ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।